গ্ল্যামার এবং উৎকর্ষ - ধারাবাহিকতা ও অভিনবত্ব - ব্যাকরণনিষ্ঠ অথচ অত্যাধুনিক - জনপ্রিয়তা আর বিশ্বাসযোগ্যতা ...

পারফর্মারের দিগ্‌নির্দেশকারী এক একটা কাঙ্ক্ষিত স্টেশন। যার অনেকটাই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী সার্থকতা ঠিক এইখানে যে বিভিন্ন কূলবর্তী স্রোত আর আবহাওয়াকে তিনি একঘাটে ভেড়াতে পেরেছেন। বাচিক শিল্প এমনিতেও বাংলার অন্যতম কণ্ঠশিল্প। প্রাচীন যুগে মানুষ কথকতা করত। পড়ে শোনাতো কাব্য পাঁচালির পুঁথি। এরপর শুরু হল রেনেসাঁর সময়। শুরু হল সবান্ধব কবিতা পাঠের আসর। বাংলা আবৃত্তি তখন থেকেই আধুনিকত্বে উন্নীত হওয়ার এবং নির্ভুল থাকার শুদ্ধিকরন অভিযান শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু কোথাও যেন তার সঙ্গে বৃহত্তর দর্শক সমাজের সংযুক্তির অভাব ছিল। কবিতা পাঠকে মনে হল নিত্যকর্ম পদ্ধতির মতোই গুরু-গম্ভীর, মননশীল স্টেশন, মনোরঞ্জন বস্তুটা ছিল অন্য পাড়ার বাসিন্দা। এহেন কবিতাপাঠ যে তার আভিজাত্যকে কোনওরকমে কুঙ্ক্ষিত না করেই মাস মার্কেট হতে পারে, প্রথম দেখালেন ব্রততী। কবিতা এবং তার দৃশ্যায়ন - এই মিলে যেন ব্রততীর সৃষ্ট কবিতায়ন। যা শুধু কণ্ঠকুহরের খাদ্য নয়। দর্পনেরও অভিনব ঝঙ্কার। আর ব্রততীর কবিতার, যাকে বলে 'র-স্টক' তা অভিভূত করার মতন। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে জয় গোস্বামী হয়ে আপাত অকিঞ্চিতকর লিটল ম্যগাজিনের পরিচিতি না পাওয়া কবি। ব্রততী যখন বলতে শুরু করেন, 'মনে করোযন বিদেশ ঘুরে মা-কে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে' তখন রাজপুত্তুরের পৃথিবী আর ঘোড়ার ঘুরের আওয়াজ নিমেষে মনকে পিছিয়ে নিয়ে যায় একশ বছর আগে। যখন বলতে থাকেন 'অবনী বাড়ি আছো?' তখন মনে হতে থাকে এই বুঝি অবনী দরজা খুলে দাঁড়াল আমাদের চোখের সামনে। আমরা ফের স্থানান্তরিত হলাম আজকের পৃথিবীতে। আর যখন শুভ দাশগুপ্তের কল্পনার 'আমিই সেই মেয়ে' আবৃত্তি শুরু করেন, মঞ্চে চোখের সামনে আবির্ভূত হয় নির্যাতিত অথচ দৃপ্ত রক্তমাংসের এক আধুনিকা। সনাজ, অনুশাসন আর তার লুকোনো অভিসন্ধিকে যে চাবুক মারে। ব্রততীর কণ্ঠস্বরের জাদু এবং মাহাত্ম্য এইখানেই যে তা দর্শকের শ্রবণেন্দ্রিয়র প্রতি সুবিচার করি থেমে যায় না। দর্শককে পৌছে দেয় আবৃত্তির অভূতপূর্ব অপটিক্যাল ইলিউশনের সামনে। ছায়া এবং কায়ার তফাৎ যেখানে সন্দেহাতীত ভাবে ঘুচে যায়। মিশে যায় পার্থিব আর অপার্থিব।

ব্রততী তাই নিয়মিত উদ্ভাবন এবং স্বরকণ্ঠের নির্ভুল উৎক্ষেপনের মাধ্যমে হয়ে উঠেছেন বাংলার মননশীল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মশালধারী। আর তাকেও ছাপিয়ে রাজ্যের চিরশ্রেষ্ঠ সব সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার 'হল অব ফেম'-য়ে এক স্থাপত্য।

- গৌতম ভট্টাচার্য